৩ এপ্রিল ২০১৭ বর্তমান [১১]

অকারণে কাঁচামালের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে
আজ করোগেটেড বক্স শিল্পে ধর্মঘট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: আজ সোমবার ধর্মঘটে নামছে ইস্টার্ন ইন্ডিয়া করোগেটেড বক্স ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন। নিজেদের মধ্যে আঁতাত করে কাগজকলগুলি কাগজের দাম অনেকটা বাড়িয়ে দেওয়ার প্রতিবাদেই এই ধর্মঘট বলে জানিয়েছেন ধর্মঘটীরা। তাঁদের দাবি, একদিনের এই ধর্মঘটে প্রায় সাত কোটি টাকার উৎপাদন ব্যাহত হবে। পশ্চিমবঙ্গসহ পূর্ব ভারতের বাকি রাজ্যগুলি মিলিয়ে প্রায় ৯০০ ইউনিট বন্ধ থাকবে আজ।

করোগেটেড বক্স বলতে বোঝায় বাদামি রঙের কাগজের বাক্স, যার কাগজগুলি সামান্য ঢেউ খেলানো। ফুল, ফল, নানারকম খাবার, আনাজপাতি, প্রসাধনীসহ হরেক পণ্য 'প্যাকিং' করতেই মূলত এই বাক্সগুলি ব্যবহার করা হয়। যে সংস্থাগুলি এই বাক্স তৈরি করে, তারা বড় বড় কাগজকল থেকে সেই কাগজ কেনে এবং তা দিয়ে তৈরি হয় করোগেটেড বক্স। এই শিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, করোগেটেড বাক্স তৈরির পর কাগজের যে অংশটুকু পড়ে থাকে, তা দিয়েই ফের কাগজ তৈরি হয়। ব্যবহৃত করোগেটেড বক্সের কাগজও কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করে কাগজকলগুলি।

সেই কাগজকলগুলিকেই এবার কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে বাক্স নির্মাণকারী সংস্থাগুলি। ইস্টার্ন ইন্ডিয়া করোগেটেড বক্স ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট মিলনকুমার দে বলেন, এই সমস্যা তৈরি হয়েছে গত তিন মাস ধরে। দেখা যাচ্ছে, কাগজকলগুলি আচমকা ক্র্যাফট পেপারের দাম প্রতি টনে তিন হাজার টাকা বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রতি সপ্তাহে নিয়ম করে তারা এতটাই দাম বাড়াচ্ছে, যার দরুণ তাঁদের শিল্পে কাঁচামালের দাম ২০ থেকে ২৫ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে তিন মাসের তফাতে। এ রাজ্যের পাশাপাশি বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, সিকিম এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের বড় কাগজকলগুলি বেশি মুনাফা লোটার জন্য আঁতাঁত করে কাগজের দাম বাড়াচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। ইতিমধ্যেই করোগেটেড বক্সের কারখানাগুলি তাদের উৎপাদন কমিয়ে দিতে শুরু করেছে বলে জানিয়েছেন মিলনবাবু। তিনি বলেন, এর ফলে আমাদের পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার। কারণ, উৎপাদন কম হওয়ায় রাজ্য সরকার ভ্যাট বাবদ কম রাজস্ব পাবে, আবার একই সূত্র ধরে কেন্দ্রীয় সরকারও এক্সাইজ ডিউটি কম পাবে। তাঁদের দাবি, কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত অকারণে কাগজের দাম বৃদ্ধির বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা। একইসঙ্গে আমদানিকৃত ক্র্যাফট পেপারের উপর থেকে কাস্টমস ডিউটি তুলে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। যদি এই ডিউটি তুলে নেওয়া হয়, তাহলে আঞ্চলিক বা দেশিয় সংস্থাগুলির উপর কাঁচামালের জন্য নির্ভর করতে হবে না। পাশাপাশি রাজ্য সরকারও দু'পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতা করে দামের মধ্যে সামঞ্জস্য আনতে সাহায্য করুক, চান মিলনবাবুরা। তাঁদের বক্তব্য, কাঁচামালের অকারণ দাম বাড়লে, তার দাম চোকাতে হবে হরেক পণ্যকেই।